Cosmo School

শ্রেণি - ১০ম

বিষয়ঃ সাইন্স অব লিভিং

সময়ঃ ১ ঘণ্টা **তারিখঃ ২১-০৭-২০২০**

সততা-মানবিকতাই আকর্ষণ করবে

একা একা ক্লাসে ১ম হওয়া যায়। কিন্তু জীবনে ১ম হওয়ার জন্যে অনেক মানুষের আনুকূল্য, সহযোগিতা, আনুগত্য লাগে। আর এটা অর্জন করার মূল শক্তি হলো সততা, মানবিকতা। কারণ মানবিকতা, নৈতিকতা, মমতা ছাড়া যত দক্ষতা, ডিগ্রি, এওয়ার্ডই অর্জন করা হোক না কেন- অর্থহীন। এমনকি প্রাচুর্যও। এই খ্যাতি প্রাচুর্য আপনাকে সম্মান দেবে না, শান্তি দেবে না, আপনাকে স্মরণীয় করবে না। মানুষ আপনাকে ভুলে যাবে বা স্মরণ করলেও বাজে উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করবে।

একবার নবীজী (স) আলী (রা)-কে নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন কান্নার আওয়াজ। দেখলেন, একটি মেয়ে পথের পাশে বসে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। নরম স্বরে জানতে চাইলেন কী হয়েছে তার। মেয়েটি বললো, সে একজন ক্রীতদাসী। আজ সকালে তার মনিব তাকে ৪ দিরহাম দিয়ে বাজারে পাঠিয়েছিলেন কিছু কেনাকাটার জন্যে। কিন্তু পথিমধ্যে দিরহামগুলো হারিয়ে যায়। এখন সে কীভাবে বাড়ি ফিরে যাবে এ ভয়েই কাঁদছে। শুনে নবীজী (স) তাকে তার নিজের ১২ দিনার থেকে ৪ দিনার দিয়ে বললেন, বাজার থেকে সওদা কিনে চলে যেতে। নবীজী (স) চলে গেলেন। অনেক পরে যখন আবারও এ পথ দিয়ে তিনি ফিরছিলেন দেখেন তখনও মেয়েটি খুব ভীতমুখে বসে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মা এখনও তুমি বাড়ি ফিরে যাও নি? মেয়েটি বললো, আজ আমার এত বেশি দেরি হয়ে গেছে যে, এখন যা-ই বলি না কেন মনিব বিশ্বাস করবে না। আমাকে শাস্তি প্রদান করবে। আমি তাই বাড়ি ফিরতে ভয় পাচ্ছি। জবাবে নবীজী (স) যা করলেন, মানবিকতার এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর কিছু হতে পারে না।

মেয়েটিকে সাথে নিয়ে গেলেন তার মনিবের বাড়িতে। দরজা বন্ধ দেখে জোরে বললেন, আসসালামু আলাইকুম। কোনো জবাব না পেয়ে আরো জোরে বললেন, আসসালামু আলাইকুম। পরপর ৩ বার বলার পর বাড়ির সবাই মিলে উত্তর দিলেন, ওয়ালাইকুম আসসালাম। নবীজী (স) জিজ্ঞেস করলেন, প্রথমবার আমি যে সালাম দিয়েছি তা তোমরা শোন নি? গৃহকর্তা বললো, ইয়া রসুলুল্লাহ্! শুনেছি। কিন্তু আপনার কণ্ঠ শুনতে এত ভালো লাগছিল যে, আমরা তা বার বার শুনতে চাইছিলাম। নবীজী (স) তখন তার আসার কারণ ব্যাখ্যা করলেন। গৃহকর্তা বললেন, হে আল্লাহর রসুল, শুধু এই কারণের জন্যেই কি আপনি এতদূর এসেছেন? নবীজী (স) বললেন, হাঁ। গৃহকর্তা বললেন, এ গৃহে আপনার আগমনের শুকরিয়াস্বরূপ এই দাসীকে এ মুহূর্ত থেকে মুক্ত করে দিচ্ছি। সততা

মানবিকতার আর কষ্টসহিষ্ণুতার প্রতিভূ ছিলেন তিনি। মা-বাবাকে হারিয়ে শৈশবেই হয়েছিলেন জীবনের কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন। পৃথিবীর পাঠশালায় শিখতে শিখতে বেড়ে উঠেছেন স্ব-নির্ভর হয়ে। যৌবনে ধনবান স্ত্রী পেয়ে বিলাস-ব্যসনে কাটাতে পারতেন। কিন্তু তা না করে সব সম্পদ দান করে দিলেন দরিদ্রদের জন্যে।

সত্যের বাণী প্রচার করতে গিয়ে কুরাইশদের শত বিরোধিতার মুখেও কোনো প্রতিবাদ করেন নি। শুধু নীরবে করে গেছেন নিজের কাজ। নামাজের সিজদায় যখন গিয়েছেন, ঘাড়ে উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছে বখাটে যুবকরা। ঐ অবস্থাতেই পড়েছিলেন। প্রতিশোধপরায়ণ হন নি। একসময় অত্যাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল হিজরতের সিদ্ধান্তে বাধ্য হলেন। কিন্তু সঙ্গীদের প্রতি কত সমমর্মী হলে একজন নেতা সবাইকে আগে পাঠিয়ে নিজে শেষ দলের যাত্রী হবার ঝুঁকি নিতে পারেন তা অনুমেয়। শুধু সঙ্গী নয়, তার বিরোধিতাকারী শত্রুদের যে মূল্যবান সম্পদ তার কাছে গচ্ছিত ছিল তা সবাইকে ঠিকমতো বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে প্রাণপ্রিয় চাচাতো ভাই আলীকে রেখে গিয়েছিলেন মক্কায়। সঙ্ঘের শক্তিকে তিনি সংহত করেছেন তার মিশনের প্রতিষ্ঠায়। দক্ষতা আর নৈতিকতার মিশেলে তৈরি অপ্রতিরোধ্য জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করেছেন এমন এক জাতিকে শত শত বছর ধরে যারা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে অসভ্য আর অনগ্রসর।

একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, দরদি ও মানবতাবাদী মানুষের মধ্যে যে গুণ থাকা জরুরি:

ইচ্ছা : 'ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়'। কথাটি শুধু কথার কথা নয়। ভালো মানুষ হয়ে ওঠার জন্য সবার প্রথমে যে বিষয়টি থাকতে হবে সেটি হলো ইচ্ছাশক্তি। যত খারাপ পরিবেশেই আপনি বসবাস করেন না কেন আপনি একজন ভালো মানুষ হয়েই বেঁচে থাকবেন এমন ধরনের ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে। ইচ্ছা থাকলেই আপনি পারবেন একজন ভালো মানুষ হতে।

বাস্তব হতে হবে : যদিও বাস্তবতা অনেক বেশি কঠিন। তারপরও ভালো মানুষ হয়ে উঠতে বাস্তবতাকে বুঝতে হবে। ধরুন একজন ছিনতাইকারী যদি বুঝতে শেখে যে সে যার ছিনতাই করতে যাচ্ছে সেটি নিশ্চয় তার জীবনের সঞ্চয়। এটিকে ঘিরে তার অনেক স্বপ্ন গড়ে উঠেছে। তাহলে আর খারাপ কাজটি ঘটে না। বাস্তবিকভাবে চিন্তা করলে একজন ছিনতাইকারীও হয়ে উঠতে পারে একজন ভালো মানুষ। তবে এটা ঠিক যে ছিনতাইকারীরও প্রয়োজন থাকতে পারে। কিন্তু উপার্জনের বহু সৎ পথ তার সামনে খোলা পড়ে রয়েছে। সেগুলোকে অবলম্বন করলে তার ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো আর থাকবে না।

পরীক্ষা চালাতে হবে : ভালো মানুষ হয়ে টিকে থাকতে অনেক ধরনের পরীক্ষা চালাতে হবে। যেমন ধরুন গরীবদের সাহায্য করা, ভালো কাজ করা ইত্যাদি। আপনি ভালো থাকবেন তখনই যখন আপনি পাশের মানুষটিকে ভালো পথের নির্দেশনা দিবেন। এভাবে নানা ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে নিজেকে ভালো রাখুন।

শারীরিক ভঙ্গিতে এবং কথায় ভদ্রতা ও বিনয়ী হতে হবেঃ আপনি ভালো মানুষ হতে চাইলে স্বাভাবিকভাবে আপনার কথা এবং শারীরিক ভঙ্গিতে ভদ্রতাসুলভ আচরণ আনতে হবে। আপনার ব্যবহারই অন্যদের বলে দেবে আপনি কতটা ভালো মানুষ। যতটা সম্ভব চেষ্টা করুন ভালো ভাষায় কথা বলতে, সবার সঙ্গে ভালো আচরণ করতে। তাহলে আপনার মাঝে খারাপ ধরনের কোনো চিন্তা আসবে না। ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারবেন।

সহযোগিতা করতে হবে : অসহায়দের নানা ধরনের সহযোগিতা করার মত মনোভাব আপনার মাঝে থাকতে হবে। আপনার মন কতটা উদার তা নির্ভর করবে অসহায়দের পাশে আপনি কতটা থাকতে পারছেন। শুধু একা একা ভালো থেকে ভালো মানুষ হয়ে ওঠা যায় না। সবাইকে নিয়ে ভালো থাকতে হয়।

ভালো কাজ করুন : সারাদিনে অনেকগুলো ভালো কাজ করার চেষ্টা করুন। খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকুন। এতে করে নিজে ভালো থাকবেন এবং অন্যরাও আপনার কাছ থেকে ভালো কাজ শিখে নিতে পারবে।

সহজভাবে নিন : আপনি ভালো মানুষ হিসেবে তৈরি করবেন বা আপনার পাশের মানুষটি নিজেকে ভালো মানুষ হিসেবে তৈরি করছেন এই বিষয়টিকে সহজভাবে নিন। কোনোভাবেই এটিকে বাড়াবাড়ি বা দেখানো মনে করবেন না। এসব নেতিবাচক ধারণা মনে রাখলে আপনি কোনোদিনও ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারবেন না।

এসাইনমেন্ট

ক) বিনয় মানুষের ভদ্রতার পরিচায়ক। একজন ব্যক্তি অভিজাত কিনা সেটা তার বিনয় দেখেই বুঝা যায়। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। সে হিসাবে তাকে যে সমস্ত মানবিক গুণাবলী দেয়া হয়েছে, বিনয় তার মধ্যে অন্যতম। বিনয়ের বিপরীত শব্দ অহংকার। বিনয় বাদ দিলে একজন মানুষ হয় অহংকারী । অহংকারী ব্যক্তির আচরণ আক্রমনাত্মক। মানুষের অফেন্স হলো অহংকার আর বিনয় হচ্ছে ডিফেন্স। আক্রমনাত্মক ব্যক্তি সব সময় অশান্তির খোঁজ করে পক্ষান্তরে রক্ষণাত্মক ব্যক্তি শান্তির অনুকূল। এক কথায় বিনয় হচ্ছে মানুষ আর পশুর মাঝে পার্থক্যের নির্দেশক। যে যত ভদ্র ,বড় আর জ্ঞানী সে তত বিনয়ী । সমাজ পরিবার ও দেশের শান্তির জন্য বিনয় চর্চার কোন বিকল্প নেই। আসুন আমরা বিনয়ী হই, চিন্তা কথায় ও কাজে। বিনয় আসলেই মানুষকে মহৎ করে।

প্রশ্নঃ বিনয়ের বিপরীত শব্দ অহংকার। বিনয় বাদ দিলে একজন মানুষ হয় অহংকারী। বিনয়ী মানুষ প্রত্যেকের কাছে পছন্দের পাত্র হয়ে থাকে, সকলের মাঝে অন্যতম হয়ে থাকে। একজন শিক্ষার্থীর জন্য বিনয়ী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

খ) ষাটোর্ধ্ব একজন সিইও অবসর নেয়ার আগে তার স্বনামধন্য কোম্পানির উত্তরাধিকার হিসেবে একজন সৎ ও যোগ্য সিইও নির্বাচন করতে চাইলেন। তবে চিরায়ত নিয়মে তিনি তার পরিচালক পর্ষদ বা ছেলেমেয়েদের মধ্য থেকে কাউকে উত্তরাধিকার না করে ভিন্নধর্মী কিছু করার চিন্তা করলেন। তাই একদিন সকল এক্সিকিউটিভদের বললেন- 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনাদের মধ্য থেকে একজন পরবর্তী সিইও নিয়োগ করবো। তিনি বলে চললেন 'আমি আপনাদের প্রত্যেককে একটি করে 'বীজ' দেব। এই বীজ আপনারা টবে রোপণ করবেন, পানি দেবেন, যত্ন করবেন। আর ঠিক এক বছর পর তা আমার কাছে নিয়ে আসবেন। আমি তখন সেই বীজ থেকে বেড়ে ওঠা চারাগাছ দেখেই সিদ্ধান্ত নেব, কে হবেন পরবর্তী সিইও?'

উপস্থিত এক্সিকিউটিভদের মধ্যে অলিভার নামে একজন ছিল। যে অন্য সবার মতোই বীজ নিয়ে বাসায় ফিরলেন। বীজটি রোপণ করার জন্য তার স্ত্রী একটি টব, মাটি ও সার জোগাড় করলো এবং সেই টবে অলিভার বীজটি রোপণ করলেন। প্রতিদিন সে বীজটির খুব যত্ন করতে লাগলেন। নিয়মিত পানি দিতে থাকলেন। সপ্তাহ তিনেক

পর তার সহকর্মীরা তাদের বীজ থেকে বেড়ে ওঠা চারাগাছ সম্পর্কে বলাবলি করতে লাগল। কিন্তু হায়! অলিভারের বীজ থেকে তো কিছুই জন্মাচ্ছে না। অবশেষে একটি বছর অতিবাহিত হলো। কোম্পানির সব এক্সিকিউটিভরা তাদের বড় হওয়া সুন্দর সুন্দর চারাগাছের টবগুলো তাদের সিইও'র কাছে নিয়ে এলো। কিন্তু অলিভার কী করবেন? তার টবে তো কোনো চারাগাছ জন্মায়নি। অলিভারের স্ত্রী তাকে সৎ থাকতে পরামর্শ দিলেন এবং খালি টব নিয়েই সিইও'র কাছে যাওয়ার কথা বললেন। যা সত্য তাই সিইওকে বলার পরামর্শ দিলেন। সিইও বোর্ডরুমে এসে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পুরো রুম পরিদর্শন করলেন। আর বললেন, 'ও মাই গড! আপনারা কী সুন্দর চারাগাছ ও ফুল জন্মিয়েছেন।' হঠাৎ তার (সিইও) চোখ গিয়ে পড়লো অলিভারের দিকে। অলিভার লজ্জায় পেছনে নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সিইও অলিভারকে সামনে আসতে বললেন। সিইও অলিভারের দিকে তাকিয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনারা আমাদের নতুন সিইওকে ভালো করে দেখুন, তার নাম অলিভার! 'সিইও বললেন, 'এক বছর আগে আমি প্রত্যেককে যে বীজ দিয়েছিলাম, তা সবই ছিল মৃত। কারণ সেগুলো ছিল সিদ্ধ করা বীজ। তাই সেগুলো থেকে কোনো চারাগাছ জন্মানোর সুযোগই ছিল না।

প্রশ্নঃ মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে সততা। সত্যকে আঁকড়ে ধরলে জীবনে প্রকৃত সাফল্য আসে। গল্পে অলিভারের মহত্ত্বের যে ঘটনা ফুটে উঠেছে তা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়টি নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

গ) জীবন জটিল ও সহজ দু-প্রকারই। যার ইচ্ছা শক্তি দুর্বল সহজেই তার কাজের প্রতি অনীহা চলে আসে। কোনো কাজে সঠিক ভাবে মনোযোগ দিতে পারে না। ফলে ব্যর্থতা তাকে গ্রাস করে। এমন মানুষের জীবন ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে। তবে কোনো কাজ যদি প্রবল ইচ্ছা শক্তির সাথে করা হয় সে কাজে কখোনো অনীহা আসে না। মনোযোগ দেওয়া যায় ভালোভাবে। ফলে সফল হওয়ার সম্ভবনা অধিকতর বেড়ে যায়। এমন মানুষের জীবন হয় সহজ সুন্দর ও সুখময়।

প্রশ্নঃ প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়ে কাজ করলে অতি জটিল কাজ ও শেষ করা যায় । পৃথিবীর মহান বাক্তিরা এভাবেই সব ধরনের বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে এগিয়ে গিয়েছেন। ইচ্ছাশক্তি কীভাবে একজন মানুষকে আত্মিকভাবে জাগ্রত করে ব্যাখ্যা কর।

****আগামী (২৭-০৭-২০২০) এর মধ্যে উত্তরপত্র সাবজেক্ট টিচার এর ইমেইল এড্রেস এ সাবমিট করতে হবে, ইমেইল এর সাবজেক্টে নিজের নাম এবং ক্লাশ অবশ্যই লিখতে হবে****

Subject Teacher :Junayed Hossain Chowdhury

Email: junayedtishad@gmail.com